পাষাণী

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

মূল্য-॥০ আট আনা

৬ নং সিমলা ষ্ট্রীট প্যারাগন প্রেসে,
শ্রীবিষ্ণুপদ হাজরা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বার, ১৩৩১ সাল।

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

উৎসর্গপত্র

সাহিত্য-ভক্ত

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

সুহৃদ্বরেষু।

সূচী

তুষার যাত্রা

দেখিতে দেখিতে প্রিয়ে, এ কোথায় আসিলাম,
কে ঘুরায় কুহকের চাকা ?
যে দিকে ফিরাই আঁখি অবাক্ চাহিয়া থাকি,
রাশি রাশি ছবি দেখি আঁকা !

বাষ্পরথ উঠে ঘুরে', মনোরথ চলে উড়ে'
ভাঙ্গি ভাঙ্গি ঘন. মেঘস্তর,
নিবাত নিষ্কম্প শোভা দাঁড়াইয়া পথে পথে,
মাঝ দিয়া চলেছে ঘর্ঘর ।

ওই দেখ প্রকৃতির গম্বুজের দীর্ঘ সারি
শোভিতেছে পাষাণ-নগরে,
শৈবাল-মথ্মল খচা যেন লক্ষ রথধ্বজা
ছায়া রৌদ্র ল'য়ে খেলা করে ।

লতার ঝালর ঝোলে, ফুলের থোব্না দোলে
শরতের মৃদুমন্দ বায়,
শিলার সোপান বেয়ে উপত্যকা গেছে নেমে
সমতলে যেন পায় পায় !

পাষাণ

পাহাড়ের থাকে থাকে   শ্যামা নেচে নেচে ডাকে,
        শিষ্ দেয় দোয়েল কি মিঠে,
হেথা, চা-গাছের শ্রেণী   সেথা, গুল্ম-লতা-বেণী
        তুলিতেছে পাষাণের পিঠে,

পোষা পারাবত প্রায়   মেঘ উড়ে ভেসে যায়,
        থেকে থেকে গায়ে এসে পড়ে,
গৈরিক বসনে কভু   লাগায় রেশমী পা'ড়,
        কখনও শিখর-চূড়ে চড়ে।

রৌদ্র পরি নীলাম্বরী   যেন নববধূ যায়
        দুর্গোৎসবে পিত্রালয়ে হাসি,
কাঠুরিয়া কাঠ কাটে,   ঝরণার জল নিতে
        পল্লীবধূ জুটিয়াছে আসি।

নেপালীর ছোট মেয়ে   পরিয়া ওড়না-শাড়ী
        চন্দন-তিলক ভালে টানি
শিরে বাঁধা শিখীপুচ্ছ,   বলয়—লতার গুচ্ছ,
        সাজিয়াছে পাহাড়িয়া রাণী !

লোমশ গভীরা চেয়ে—   ঢল ঢল আঁখি দিয়ে
        ছল ছল করিছে কাকুতি,
আপনারে বিলাইয়া   ক্ষুদ্র প্রাণে তৃণদল
        দধীচির লভে অনুভূতি !

উলঙ্গ বালক ওই ধায় করতালি দিয়া
বাজী ধরে' বাষ্পযান সনে,
ওই দেখ, পুন থেমে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া
ব্যঙ্গ-ছলে হাসিছে কেমনে!

গেরুয়া বসনাবৃত মুণ্ডিতমস্তক লামা
স্ফটিকের মালা করে জপ,
ঊর্দ্ধে নিম্নে ঘন বন— যেন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ
করিতেছে নির্ব্বাণের তপ।

দেখ দেখ, ঊর্দ্ধপথে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য এক
ছবি নয়—সজীব মহিমা,
অভ্রভেদী শুভ্র শির মহা শূন্যে আছে স্থির,
অসীমের করিতেছে সীমা।

ওই শোভা-শৈলতটে 'পাইন'-পাড়ার মঠে
আরাম-আস্তানা বাঁধি গিয়ে,
হই কোয়াশার দেশী তুষারের প্রতিবেশী,
ধবলে ডুবি গে চল, প্রিয়ে!

যাদুর পাষাণ

ডানে পাহাড়, বামে পাহাড়,
পাষাণ-ভুবন আগে পাছে
এদিক ওদিক নাসপাতির ঝাঁক
বাদুড় যেন ঝোলে গাছে।

কমলালেবুর কুঞ্জে কুঞ্জে
খুলে গেছে লালের বহর,
পেয়ারা-বনে ঢেউ খেলে যায়
সবুজ শোভার মিঠে লহর।

ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝরণা ঝরে—
শিলার বুকে মায়ের স্তন,
দিনের আলো ঘুমিয়ে পড়ে
শুন্‌তে শুন্‌তে কলস্বন।

ভুটীয়ার এক পল্টন, না এ
শোভে দূরে 'পাইন'-শ্রেণী!
সেনানীর সঙ্কেত তরে
দাঁড়িয়ে আছে মুক্ত-বেণী?

যেন বিরাট দৈত্য-শিরে
   ডায়মণ্ডকাটা উঁচু তাজ,
ফলায় তাতে রবির কর
   সোণার উপর মিনার কাজ!

জ্যোৎস্না-রসাল মধুরাতি
   নবরতন গড়ে যেথা,
কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে সদ্য
   অবাক্, এসে উঠ্‌লাম সেথা!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারটি পাশে
   গড়ে উঠ্‌ল রূপের বেড়া,
মাঝে ঘুর্‌ছি বন্দী মোরা,
   শৈল-ইন্দ্রজালে ঘেরা!

মখ্‌মল-মোড়া শিলা-প্রাচীর,
   আকাশ তার আশমানী ছাদ,
ঘাসের কার্পেট পাতা মেজে
   ভোজের এ কি মায়া-প্রাসাদ?

ঢেউ-খেলান সোপানসারি
   হরিৎ গালিচাতে মোড়া,
শিলার টবে ডেলিয়া, ডেইজি,
   থাকে থাকে পাহাড় জোড়া!

পাষাণ

হিমের শিরায় রক্ত নাচে,
জড়ের মাঝে কাঁপে প্রাণ,
পাথর ফেটে ভাষা উঠে,
শুন্‌ছি কত যুগের গান !

রূপের কঠিন স্তূপটী যেন
কমল-কোমল আস্তরণ,
হিমের বন্ধে অনুবন্ধে
তপ্ত প্রেমের সম্ভাষণ !

হিমালয়ে দুর্গোৎসব

গিরিরাজ, আজ তোমার ঘরে এত ঘটা কিসের তরে ?
এল তোমার উমাশশী বুঝি একটি বছর পরে !
হঠাৎ এ কি মোহন সাজে সাজ্‌ল তোমার তুষার-পুরী,
পাষাণ-বুকে মার্‌লে কে আজ অশ্রু-গড়া প্রেমের ছুরি !

পাতার আড়ে সা'রে সা'রে ঝুল্‌ছে ফল-ফুলের মালা,
তোমার পাঁচটি পরাণ দিয়ে সাজালে কার বরণ-ডালা ?
হাসিতে আজ ফেটে গেছে যেন তোমার সকল রোদন,
হিমালয়ে দেখ্‌ছি যে আজ বিজয়াতে অকাল-বোধন !

ওই আসে ওই মহামায়া মেঘবাহন মায়ারথে,
অযুত উৎস ভর্‌ল কুম্ভ হৈমবতীর যাত্রাপথে।
মেঘের মাঝে নৌবত বাজে শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে,
তাতে সানাই নিয়ে সাহানা-সুর আলাপ করে !

ঝরণা দিচ্ছে উলুধ্বনি বাতাস বাজায় শুভ শাঁখ,
বজ্ররবে কেশরী আজ ছাড়্‌ছে ঘন ঘন হাঁক।
পীত রৌদ্র ছড়িয়ে দেছে আঙ্গিনাময় গোরোচনা,
বরফ গলে' যাত্রাপথে দিয়ে গেছে আলিপনা।

বাজিয়ে বিষাণ নাচে ঈশান, ঈশান কোণে ত্রিশূল জ্বলে,
বৃষভ চামর পুচ্ছ তুলে' গর্জ্জে, নাচে কুতূহলে।
নন্দী ভৃঙ্গী ববম্ বম্ বাজায় গাল গুহার মাঝে,
শিখর 'পরে শ্মশান-সেনা কুহেলিকার আড়ে সাজে।

বিজয়া না আগমনী ? কৈলাস, না এ হিমালয় ?
সারা হৃদয় কৈলাস আজ, সকল বিশ্ব হিমালয়।
মায়ের আমার চিরবোধন, তাঁহার ত নাই বিসর্জ্জন !
আমরা মূঢ়, বেদী গড়ি, আসন যাঁহার ত্রিভুবন।

শুষ্ক তর্কের ঝুলি খুলে' শক্তি-পূজার ব্যাখ্যা করি,
চিরদিনের মাকে ভুলে তিনটি দিনের পুতুল গড়ি।
বীরের শয্যা রেখে লজ্জায় ফুলবাবু তাই ষড়ানন,
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি খেয়ে ঢুলু ঢুলু ঢু'নয়ন !

বাণী গেছেন সিন্ধুপারে নিতে আবার হাতে খড়ি,
পৌরুষ যেথা, লক্ষ্মী সেথায় উড়ে গেছেন পেঁচায় চড়ি।
উঠ্‌ছে কলুষ-মহিষাসুর শ্মশান-শব হ'তে আজ,
দশ হস্তের প্রহরণও হয়ে গেছে ডাকের সাজ।

দশমীতে ডুবিয়ে ভরা ধরি সবাই গলাগলি,
দু'দিনে যায় কোলাকুলি, পাকিয়ে তুলি দলাদলি !
আসিস্ যদি, আসিস্ বঙ্গে শ্মশান-রঙ্গে দশভূজা,
আমরা ভক্ত, আমরা শাক্ত কর্‌ব সেদিন শক্তিপূজা !

তোমার ছেলে বলে’ সেদিন পূজা পাব ঘরে ঘরে,
উঁচু মুখে ছাতি ঠুকে জায়গা নেবো চরাচরে।
মোদের পূজা অভিনয়, সপ্তমীতেই বিসর্জ্জন,
পাষাণ, জান দুর্গোৎসব, তোমার ঘরে চিরবোধন।

ওই শোন, ওই রাঙ্গা পায়ে ঝুমুর ঝুমুর নূপূর বাজে,
আকাশে, না বাতাসে, না তোমার প্রতি শিলার মাঝে ?
জলে, না ও স্থলে ? না, না, নিখিল-চিত্ত-অন্তঃপুরে !
রাঙ্গা পায়ে ঝুমুর ঝুমুর নূপূর বাজে ভুবন যুড়ে।

আমার টুন্‌টুনি পাখী

বাবা কোথায় যায় ? ও কি ! বাবা কোথায় যায় ?
কি কথা আজ বলে খোকা টুল্‌টুলিয়ে চায় !
যার হাসিতে জগৎ হাসে, চোখের জলে পাষাণ ভাসে,
তার মুখে যে মেঘ করেছে খুসীর আকাশ ছেয়ে,
টুন্‌টুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুল্‌টুলিয়ে চেয়ে!

কি ব্যথা আজ ঢেউ খেলে যায় ও একরত্তি প্রাণে,
আকাশ বুঝি বোঝে তাহা, বাতাস বা তা জানে !
কে বলে রে বরফ গলে ?— হিমালয় আজ অশ্রুজলে
রবির কিরণ পাংশুমুখে পাহাড় ছেড়ে যায়,
টুন্‌টুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুল্‌টুলিয়ে চায় !

পাইন্‌-দলের আমার ওপর আজকে বেজায় রাগ,
কেন না ওই কাঁচা প্রাণে যাচ্ছি দিয়ে দাগ,
তেলিয়া-ডেজির শুক্‌নো মুখ, ফেটে যাচ্ছে মেঘের বুক,
চোখের জলে ভেসে ঝরণা খেদের গীত গায়,
টুন্‌টুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুল্‌টুলিয়ে চায় ।

চেয়ে রইলি আমার পানে মেলে উদাস আঁখি,
আমি চলে এলাম দিব্বি দিয়ে তোরে ফাঁকি!
এম্‌নি ফাঁকির ফাঁসে পড়ে' আমাদের এ ছুনিয়া ঘোরে,
ভবসিন্ধুর ছোট ভেলার তুইও ত এক নেয়ে,
টুন্‌টুনি মোর টুল্‌টুলিয়ে তবে কেন চেয়ে?

আঘাত দিয়ে তোরে যেমন মাথায় হাত বুলাই,
মুখের গ্রাসটি কেড়ে শেষে খেল্‌না দিয়ে ভুলাই,
মোদের জীব-যাত্রার পাছে ভাগ্য এম্‌নি লেগে আছে,
আসল নিয়ে নকল দিয়ে সংসার এম্‌নি ঠকায়,
টুন্‌টুনি মোর টুল্‌টুলিয়ে তবু কেন চায়?

ঠোঁট কেন তোর কাঁপে, যাছু, জল কেন তোর চোখে?
ঘুরছে শূন্যে কালের চাকা, মাফ কর্‌বে কি তোকে?
যুগযুগান্তর গেছে চলে' কত ব্যথার কল্‌জে দলে'!
কে বলে হয় ক্ষতির পূরণ? যায় যা, তা কি ফিরে!
টুন্‌টুনি মোর টুল্‌টুলিয়ে বৃথা আঁখিনীরে!

বেলার বাহুডোরটি খুলে কিরণ-চোর ওই ভাগে,
নীরদ-বঁধু হিমানীর ঠাঁই হঠাৎ বিদায় মাগে!
ঝর' ঝর' পাঁপড়ি ওই জান্‌ত না যে বোঁটা বই,
পাশ কাটায় সে বাঁধন ছিঁড়ে নূতন কোলটী পেয়ে,
টুন্‌টুনি মোর টুল্‌টুলিয়ে হায় রে তবু চেয়ে!

ও গিরিরাজ, দেখো, রইল আমার বুকের ধন,
বহুরূপী সাজ দেখিয়ে ভুলিয়ো তাহার মন।
ও আকাশ, ও মেঘের মালা, রইল আমার রূপের ডালা,
নিও কোলে, যাদু বলে' আদর করো তা'য়,
টুন্‌টুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুল্‌টুলিয়ে চায়!

ও হিমানী, বাছার ভার তোমায় সঁপে যাই,
দুটি গালে ফুটিয়ো গোলাপ দেখ্‌ব এসে তাই!
সন্ধ্যা হ'লে ঘুমের গান শুনিয়ো তারে, ওগো পাষাণ,
শীতল হাতটা বুলিয়ে দিও মণির সারা গায়,
টুন্‌টুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুল্‌টুলিয়ে চায়!

'বাবা কোথায়'? বলে' ক্ষ্যাপা জেগে উঠ্‌বে যখন,
ভুলিয়ে রেখো দেখিয়ে তোমার গিরিপুরের স্বপন,
সারাটা দিন খেলা দিয়ে রেখো স্মৃতির সীমায় নিয়ে,
বরফ সে খুব ভালবাসে দেখ্‌তে তোমার চূড়ায়,
টুন্‌টুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুল্‌টুলিয়ে চায়!

ছুট্‌ল গাড়ী, শুন্‌ছি পাছে—বাবা কোথায় যায়?
তোতা পাখীর সজল আঁখি আমার পানেই ধায়!
জড়িয়ে জ্যোৎস্নার পাতে পাতে দুটি আঁখি চল্‌ল সাথে,
কার রূপে আজ সারা ভুবন গেছে হেন ছেয়ে?
টুন্‌টুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুল্‌টুলিয়ে চেয়ে!

পড়্‌লাম সেই আঁখিতারায় জীব-জন্ম-ধারা,
দেখ্‌লাম ব্যোম, সূর্য্য সোম, কত গ্রহ তারা।
সে আঁখিতে দিল দেখা জন্ম জন্মান্তরের লেং
চপল, পাগল-যুগল আঁখি চল্‌ল সাথে ধেয়ে,
টুনটুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুলটুলিয়ে চেয়ে!

ধবলের স্বপ্ন

তোমায় আমায় এবে ছাড়াছাড়ি, গিরি,
তোমার ধবল তবু আছে মোরে ঘিরি !
কাল নিশি দ্বিপ্রহরে ঘুমায়ে ছিলাম ঘরে,
নিঁদ মাঝে সিঁদ কেটে দিলে দরশন,
দেখিনু ত্রিভঙ্গ-বাঁকা রূপের স্বপন !

আপনারে চিনিলাম সেই মধুরাতে,
আমি আর আমি নাই, মিশেছি তোমাতে !
তোমার বরফ হ'য়ে গলে' ঝরে' যাই ব'য়ে,
কখনও বা নীল অঙ্গ, কভু রাঙ্গা ছবি,
কভু বাষ্প, শষ্প, পুষ্প, তোমার অটবী !

মেঘ হ'য়ে ঘুরে ফিরে ঘুমাই ও বুকে,
জাগিয়া পাথরে তব মরি মাথা ঠুকে !
আবার সাজিয়া মালী চারা গাছে জল ঢালি,
ফুল হ'য়ে ঝরি কভু কলি হ'য়ে ফুটি,
কখনও নির্ঝর হ'য়ে গান গেয়ে ছুটি।

রাকা জ্যোৎস্না হ'য়ে কভু জগৎ ভাসাই,
গম্ভীর, তোমারে আমি কাঁদাই হাসাই।
তোমার আকাশে চড়ে' তারার ঝুলনা গড়ে'
দোল্ দোল্ দুলি আমি, খেলি লুকোচুরি,
কখনও গ্রহের সাথে নেচে নেচে ঘুরি!

পীত রৌদ্র হ'য়ে ছায়া-সখীরে সাজাই,
সূর্য্য-ঘড়ি হ'য়ে তব প্রহর বাজাই।
হিমের হিমাংশু সাজি' ভোর করি কভু বাজি,
কখনও বাদল হয়ে শিল ছুঁড়ি থালি,
গুহায় গুহায় ফিরে' দিই করতালি।

তবু আমি ক্ষণেকের অতিথি তোমার,
একদিন তোমা মাঝে পাতিব সংসার।
সেদিন কহিব প্রাণে,— চুপ্, চুপ্, রহ ধ্যানে,
আপনারে সাজাইব ও মৌন-আশীষে,
তোমার পাষাণ-স্তরে রব আমি মিশে!

মেঘ

সাজ সাজ, নব জলধর,
বহুরূপী, তুমি যাদুকর !
কথনও সাজিছ ছুঁড়ী, কভু থুরথুরি বুড়ী,
কোথাও বা সাজ হরি-হর।

কভু কালিন্দীর বেশ, কখনও নারীর কেশ,
কোথা গৌরী গৈরিক-বসন,
গঙ্গা-যমুনার সাজ, সোণাতে মিনার কাজ,
কভু পীত, পাটল বরণ !

কোথাও কাঁটালিচাঁপা পর' জাফরাণি ছাপা,
কোথা শ্বেতচন্দন-তিলক,
কোথাও গোলাপগুচ্ছ, কোথা বা কলাপী-পুচ্ছ,
কোথা যেন এক ঝাঁক বক।

কোথাও বা কুম্ভকর্ণ, ঐরাবত শ্বেতবর্ণ,
কোথা তোল ইন্দ্রধনু গড়ি',
কোথা দীর্ঘ কৃষ্ণকায় অসি হাতে বীর ধায়
রক্তবর্ণ অশ্বিনীতে চড়ি' !

কথনও বা বাত্যাহত ঘুরিতেছ ইতস্ততঃ,
লুকাইছ উপত্যকা কোলে,
কথনও বা ক্লান্তিভরে সারা গায়ে ঘর্ম্ম ঝরে,
পড়' তুমি মধ্য-পথে ঢলে' ।

কোথাও পাথার-ফেনা, কোথাও আঁধার-সেনা,
বহুরূপী, সেধে এই শাজা !
কথনও বর্ষণ সারি' রৌদ্রে দাও পথ ছাড়ি,
ঘড়ি ঘড়ি এ কি সঙ্ সাজা ?

কথনও বা দিগ্ভ্রান্ত স্বরগের শ্রান্ত পান্থ
কোন্ দেশে যাও ভেসে ভেসে ?
কথনও বিশ্রাম তরে শিলার অতিথি-ঘরে
গুহাদ্বার ঠেল তুমি এসে !

কভু সাজি কৃষ্ণসার চর্ম্ম খুলে আপনার
রচ' শৈল-আত্মার আসন,
কথন পিঙ্গলা গাভী !— হিমাদ্রি জননী ভাবি'
টানে তব পরিপূর্ণ স্তন !

পশি কভু ঝোপে ঝাড়ে ঢেউ-খেলা শৃঙ্গ-আড়ে
ঘোর হিমে পোহাইছ রোদ,
রবিতাপতপ্ত মাথা বিটপীর—তুমি ছাতা,
শূন্য পথে সূর্য্য কর রোধ।

নিঝরকে বারি দিয়ে সেই জলে নেয়ে গিয়ে
শোন বসে' কুলু কুলু তান,
কখনও কাপাস ধোনো, নীলিমার জাল বোনো,
কভু বায়ুস্পর্শে থান্ থান্।

কখনও নাশিতে সৃষ্টি কর রোষে শিলাবৃষ্টি,
জ্বলে অসি বিজলী-ছটায়,
পুন পুরুভুজ মত এক ভেঙ্গে হও শত,
প্রতি অণু রক্তবীজ প্রায় !

যেথায় ফুলের গাছে রবিতাপ লাগিয়াছে,
সেথা মেঘ, নাম' ঝর্ ঝর্,
ও মালী, তোমার বাগে কত জল বল লাগে ?
এততেও ভেজে না পাথর !

কি জ্বালা শীতের দেহে ? বরফের যতুগৃহে
রাবণের চিতা বুঝি জ্বলে !
হিমানী নিতেছে চুষে, পাষাণে যেতেছে শুষে
দরধারা পলে পলে পলে।

ফোট'-ফোট' কত কলি, নাম' সেথা গলি' গলি',
ঢাল জল, ওগো মালাকর,
শুষ্ক পাতা, শীর্ণ তরু, পিয়াও তোমার চরু,
অশ্রু সম ঝর' দর দর্।

মেঘ

চাতকী কি জল যাচে ?   সে যে ধ্বনি শুনে' বাঁচে,
নটবর, ডাকো, তুমি ডাকো,
না শুনি' তোমার বাণী   চলে' যায় অভিমানী,
চাতকীর প্রাণ মান রাখো।

ডাকো তুমি গুরু গুরু,   শুনে' হিয়া দুরু দুরু,
নেচে নেচে দিবে করতালি,
খুলেছি গৃহের দ্বার,   কর এসে অভিসার,
ওগো মোর শ্যাম বনমালী!

কি লাগি পাষাণ-বুকে   মরিতেছ মাথা ঠুকে ?
কারে খোঁজ বৃথা কুয়াশায়!
আকাশ আমার গৃহে   শয্যা পাতিয়াছে স্নেহে,
এস উড়ে প্রেমের পাখায়!

বাতাস আমার ঘরে   বাষ্প আনি তব তরে
স্বপ্নজাল করিছে বয়ন,
আমারও কুঞ্জের গাছে   আকাশকুসুম আছে,
এস দোঁহে করিব চয়ন!

গান ভিক্ষা

ও পাষাণ, ও চিরমৌন পাষাণ,
শিখাও আমায় নীরবতার গান !
যে সুরে যায় হারিয়ে কথা, উথলে উঠে প্রকাশ-ব্যথা,
যে গান করে মরমে সন্ধান,
আমি তোমার পড়া-পাখী, মনের ভুলে উঠি ডাকি,
ভেঙ্গে ফেলি বিশ্বতানের ধ্যান !

ও পাষাণ, ও চিরমৌন পাষাণ,
শিখাও আমায় মানবতার গান।
যে সুর মেতে পরকে মাতায়, যে তান কেঁদে পরকে কাঁদায়,
যে গান আনে মৃতদেহে প্রাণ,
যার ধ্বনিতে ঘাতক গলে, যার বাণীতে পাতক টলে,
ঘোর পাতকী পায় পরিত্রাণ !

ও পাষাণ, ও চিরমৌন পাষাণ,
শিখাও আমায় মরণ-জয়ী গান !
যে সুরে পায় বধির শ্রবণ, মূকের মুখে ফোটে বচন,
জন্মান্ধ হয় হঠাৎ চক্ষুষ্মান্,
যার ইঙ্গিতে শোক জুড়ায়, যার ভঙ্গিতে ভোগ পালায়,
সেই সঙ্গীত কর আমায় দান !

ও পাষাণ, ও চিরমৌন পাষাণ,
শিখাও আমায় সুরেশ্বরের গান,
সোণাঢালা তোমার চূড়ায়, যে মূর্চ্ছনায় আলো গড়ায়,
সেই সুরের সুধা করাও পান!
কিম্বা তোমার বিরাট কোলে, মেঘ-সমুদ্র যে তান তোলে,
সে সুর-স্রোতে করাও আমায় স্নান!

তুমি ও আমি

বিশ্বের আমি পায়ের কাদা, তুমি হচ্ছ মাথার চূড়া,
তুমি যদি ভর কর, ত সে চাপে হই আমি গুঁড়া।
তুমি ঠিক সেই বোম্ ভোলা, একেবারেই বেহুঁস্ খোলা,
শিখ্‌লে নেশাখোরের ধরণ—কবির সঙ্গে বাসর জাগা,
কিন্তু ও ভাই, এ যে তোমার কাকের ওপর কামান দাগা!

আধি-ব্যাধি জরা-মরণ ভুলে গিয়ে অকস্মাৎ
ভাবি যখন স্বজন কুঞ্জে আমরা গন্ধরাজের জাত,
দেখিয়ে তখন বিরাটরূপ করাও এসে আমায় চুপ,
চা-পাত্রে যে ঝড় তোলা এ! উচিত কি ভাই, অত রাগ?
একেই বলে' থাকে লোকে, কাকের ওপর কামান দাগা!

হঠাৎ আবার লুকিয়ে পড় ঘন বাষ্পের অন্ধকূপে,
সত্য যেমন চাপা পড়ে ক্ষণেক মিথ্যার ভস্ম স্তূপে!
দেখেছি ভাই, অভ্র ছিঁড়ে উঠে আসা ধীরে ধীরে,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে তখনই ফের মধুর হ'য়ে বিদায় মাগা,
আমার পক্ষে এটা যে ঠিক কাকের ওপর কামান দাগা!

তুমি বিশাল, আমি বামন, তোমায় আমায় হয় কি যোগ ?
তোমার এটা গ্রহের ফের, আমার এটা রাশির ভোগ!
তোমার তুঙ্গ মধুশৃঙ্গে আমার মত্ত মনোভৃঙ্গে
কি করে' যে মিলন হ'ল, বল্‌তে পার হাঁ গা ?
যাই কেন না বল, এটা কাকের উপর কামান দাগা !

শত পাকে ঘুরায় ভাগ্য বেঁধে মায়ার সুতাগাছি,
গরীবের এই মনটা নিয়ে তুমিও খেল্‌বে কাণামাছি ?
ঘুর্‌ছি মোরা কার ইঙ্গিতে ? কোন্ ভুবনের কি সঙ্গীতে ?
এর উপরে কষ্‌ছো তোমার পাষাণ-প্রেমের মরণ-তাগা !
সত্যি বল, এটা কি নয় কাকের উপর কামান দাগা ?

ওগো গৈরিক-ধারী, আমায় নিবে যদি সাধন-গুহায়,
শিখাও তোমার তপের তন্ত্র, মন্ত্রশিষ্য কর আমায়।
ববম্ ববম্ বাজ্‌বে গাল, রবি-শশী দিবে তাল,
নাচ্‌বে গ্রহ-উপগ্রহ তোমার মতই ক্ষ্যাপা নাগা,
যদিও এটা স্বীকার করি, কাকের ওপর কামান দাগা !

ওই যে আভের বাঁধন কেটে ছুটে আস্‌ছে রবিকর,
তোমার পাকা চুলের ওপর বসিয়ে দেবে সোণা-টোপর,
মখমল পাতা মেজেয় তোমার বাসর-সজ্জা হবে দোঁহার,
হিয়া-বধূর সাধ্য কি ও কঠিন কোলটী হ'তে ভাগা !
সাধে বলি, এটা তোমার কাকের উপর কামান দাগা !

পাষাণ যোগী

মাথায় দিব্যি বরফ ঠেসে যেন পক্ষাঘাতের রোগী,
কোয়াশার লেপ মুড়ি দিয়ে যোগ কর্‌ছ কি পাষাণ-যোগী ?
তিন কাল গিয়ে এক কাল আছে, কি ফল ফল্‌বে বুড়ো গাছে ?
তোমার জপ-তপ স্বর্গ ছেড়ে ধাইছে রসাতল,
বিশ্ব-সুধা আজ্‌কে যেমন ক্ষুধার হলাহল !

এক সূচাগ্র ভূমির জন্যে ভায়ে ভায়ে আড়াআড়ি,
রুটীর টুকরা নিয়ে হচ্ছে মায়ে ছায়ে কাড়াকাড়ি !
বইছে ধরায় রক্তগঙ্গা, তুমি ওগো কাঞ্চনজঙ্ঘা,
দেখ্‌ছো চেয়ে—সৃজন যাচ্ছে প্রলয় পথে ধেয়ে,
তুমি আছ আপন ধ্যানে শূন্য পানে চেয়ে !

'বড়' আজ যে চেপে মার্‌ছে চরণ তলে 'ছোটর' প্রাণ,
ক্ষুদ্র ভাবে, বৃহতের জাঁক কর্‌বে কিসে খান্‌ খান্‌ !
দ্বিপদ চতুষ্পদের প্রায় জ্ঞাতির মাংস ছিঁড়ে খায়,
রক্তমাখা খাণ্ডা হাতে নাচে, অট্টহাসে,
নরকের ক্লেদ মনে-প্রাণে ভরা শ্মশান-বাসে !

যক্ষ্মা-রোগীর ঝাঁঝরা বুকে প্রাণের আশা যেমন প্রবল,
চক্ষু বুজে ধ্বংসমুখে যাচ্ছে হতভাগার দল !
এ দুর্দ্দিনে না-ই ছিল ভাত, হ'ত না তায় অপঘাত,
এ দুর্ভিক্ষে, ভুখ-সমস্যার হ'ত সমাধান,
থাকৃত যদি আত্মার খাদ্য, প্রাণের অন্ন-পান।

স্বার্থপর, বাঁধ্‌লে তুমি লোকালয়ের প্রান্তে বাসা,
ছেড়ে দিলে জীবের সঙ্গ, ভুলে গেছ জীবের ভাষা !
হাসি-কান্না তোমার দ্বারে মিছে ঘোরে বারে বারে,
খোলে না ওই পাষাণ-বাঁধ, দোলে না ও হৃদয়,
রুক্ষ সাধু, মুক্তি তোমার কভু হবার নয় !

ফিরে এস, ফিরে এস, হে বিরাগী, লোকালয়ে,
দশের বোঝা সবার সাথে যাও না তুমি মাথায় ব'য়ে,
উড়াও তোমার শান্তি-নিশান, বাজাও সত্যের জয়-বিষাণ,
সমাধিটা ভাঙ্গ, জাগ দিয়ে অঙ্গ নাড়া !
তোমার তাড়ায় বিশ্বভূমে পড়ুক আবার সাড়া !

নূতন সৃষ্টির মত সেদিন মানব হবে ভোলানাথ,
কোলাকুলি পরস্পরে—শত্রু-মিত্র এক সাথ।
সবল নেবে গর্ব্ব ভুলে' দুর্ব্বলেরে মাথায় তুলে
আস্‌বে সেদিন নব-প্রলয় শুভ-যুগান্তর,
তোমার চূড়ায় রাখবেন চরণ সেদিন বিশ্বেশ্বর !

মাতার প্রতি

শৈশবে এই শিরোপরে হাত বুলিয়ে খেদের স্বরে
শুনাতে মা, গিরিপুরের লীলা,
ভাস্‌তে তুমি অশ্রুজলে— মেনকা মার শোকানলে
অশ্রু হ'ত গলে' যেন শিলা !

জান্‌তে কি এই হৃদয় ফেটে বস্‌ত শিশুর মর্ম্ম কেটে
বিজয়ার এক বিশ্বজয়ী ব্যথা ?
আজ্‌কে কত দিনের পরে বসে' মা, সেই হিমের ঘরে
মনে উঠ্‌ছে সেদিনের সব কথা।

কত ঝঞ্ঝা বজ্র ল'য়ে কত প্রলয় গেছে ব'য়ে
তোর সন্তানের মাথার ওপর দিয়ে,
মাতৃ-আশীর্ব্বাদের জোরে: কোথায় সে সব গেছে সরে'
দেখ্‌ছি আমায় শৈশবের চোখ নিয়ে।

যদিও সেদিনের ছেলে খেলা-ঘরটী ভেঙ্গে ফেলে'
বেঁধেছে আজ নূতন গৃহস্থালী,
পুত্র তোমার, পিতা সাজি খেল্‌তে খেল্‌তে কালের বাজি
মায়ের কোলটী খুঁজ্‌ছে তবু খালি।

সে যেন গো মেনকা মা'র প্রাণ জুড়ান' স্নেহাগার,
হিয়া আমার হৈমবতী হ'য়ে
কতযুগ-যুগের টানে ছুটছে যেন তোমার পানে
শৈশবটিরে প্রাণের মাঝে ল'য়ে!

আজ তুমি মা, নিবিয়ে বাতি দিচ্ছ পাড়ি আঁধার রাতি,
সোণার অতীত কখন হল শেষ?
হে বিধবা, পতিব্রতা, মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা,
ওই বরফের মত তোমার বেশ!

ছায়া আছে কায়া নাই, পেয়েও তোমায় নাহি পাই,
এ পার থেকে ওপার পানে চোখ,
সওদা কর্‌ছ জমাট-হাটে, মিশ্‌ছ বটে নানান্ নাটে,
তবু তুমি নও এ দেশের লোক!

এই পালাও, এই এস ফিরে, ছাড়্‌তে বুকটা যায় কি চিরে?
স্নেহ তোমায় আনে গৃহে ধরে'!
পাশ কাটিয়ে যেতে সাধ, কোথায় যেন শক্ত বাঁধ,
আগ্‌লে দাঁড়ায় পথটি রোধ করে'!

জানি আমি তোমার কথা, বুঝি আমি তোমার ব্যথা,
একরত্তি সেই শিশুর এ প্রতাপ!
পিতামহীর মাতৃহিয়া মেনকা মা'র ব্যথা দিয়া,
সে করেছে লাল-টুকটুক্ গোলাপ!

কাড়্‌ল সে ওই মালার থলি,   ছিঁড়ে ফেল্লে নামাবলি,
দেবতার ভোগ দুষ্টু ছোঁড়া খায়,
শঙ্খ-ঘণ্টা শুনে' এসে   আরতি লয় হেসে হেসে,
টাটের ঠাকুর ভুলে' ভজ্‌ছ তা'য় !
পাঁচটি প্রাণে পাঁচটী বাতি   জ্বালিয়ে আছ দিবারাতি,
কাকে বর্‌তে বরণ কর্‌ছ কারে ?
আমরা মূঢ়, ভাবি আন্‌,   স্নেহের নাম যে ভগবান
শিশু হ'য়ে ফেরে দ্বারে দ্বারে !

কাব্যের প্রাণ

সংসার ছেড়ে পালিয়ে এসে কবি
লোকালয়ের প্রান্তে বাঁধল বাসা,
সেথায় অষ্টপ্রহর কোলাহল,
ভাব্‌লে হেথায় স্তব্ধতা কি খাসা!

কোয়াশা থেকে আবছায়া ভাব নেব,
কুঞ্জ ছেঁকে নব-রসের-সুধা,
ঝর্‌ণার সুরে বাঁধ্‌ব ভাষার তার,
মিটিয়ে দেবো ভবের কাব্য-ক্ষুধা।

চাঁদ থেকে উপমার-ফাঁদ বুনে
গড়ে তুল্‌ব ঘন স্বপন-জাল,
মেঘের স্তবক ভেঙ্গে রূপক নিয়ে
কল্প-ডিঙ্গায় উড়িয়ে দেবো পাল!

ডায়মণ্ডকাটা পাষাণের এক সা'র,
নির্ঝর নেমে চলে গেছে বেঁকে.
সেথায় কবি গাঁথছে বসে শ্লোক,
মাল-মশ্‌লা নিচ্ছে স্বভাব থেকে।

গ্রামে তাহার মহামারী তখন,
ভিটের পরে ভিটে হচ্ছে উজাড়,
কবি গড়্‌ছে মিলের পরে মিল,
আদর্শ তার—বন, ঝর্‌ণা, পাহাড়!

পাড়ায় পাড়ায় উঠ্‌ছে হাহাকার,
চিতার ধূমে ছেয়ে গেছে গগন,
কবি আপন ধ্যানের কোণে পড়ি
প্রকৃতিরে কচ্ছে অধ্যয়ন।

ছন্দের পরে ছন্দ গেঁথে গেঁথে
গড়ে' তুল্‌লে ভাষার তাজমহল,
কই মহিমা? প্রতিমা আর সাজ!
কোথায় এতে প্রাণের কোলাহল?

কাঁদে কবি, হা পাষাণী বাণী,
দূরে তোমার নূপুর শোনা যায়,
আঁখির আলো ঝিলিক্ মেরে সরে,
আঁচলের বায় লাগে এসে গায়।

আগুন জ্বেলে শোণিত সম প্রিয়
রচনা সব কর্‌লে ভস্মসার,
ভাব্‌লে কবি, উঁচু পাহাড় হ'তে
নামাবে তার ব্যর্থ জীবনভার:

তখন চাঁদ ছিঁড়্‌ছে মেঘের জাল,
পথে যেতে শিউরে উঠ্‌লো কবি,
পড়ে’ আছে জ্যোৎস্না আলো করে’
চাঁদের বাড়া রূপের একটি ছবি।

মুমূর্ষু সেই বালিকারে দেখে’
ভাব্‌লে আহা, কার এ ননীর পুতুল ?
কোলে তুলে’ ব’য়ে আন্‌লে ঘরে
যেন একরাশ কাঁচা বেলফুল।

আহার-নিদ্রা ভুলে’ গিয়ে তারে
বাঁচিয়ে তুললে অনেক সেবা করে’,
দেখ্‌ছে কবি জীবন-বীণে হঠাৎ
উঠ্‌ছে একটা নূতন সুর ভরে’।

এবার গানে নড়্‌ছে প্রাণের সাড়া,
হৃদ্‌পিণ্ডের উঠ্‌ছে ধুক্‌ ধুক্‌,
শোণিত নাচে শিরা-উপশিরায়,
একার গানে দশের জুড়ায় বুক !

পড়্‌ছে তাতে বিশ্ব-মনের ছাপ,
রূপের কঙ্কাল রসে টস্‌ টস্‌,
ধ্যানের ধোঁয়ায় মূর্ত্তি ফুটে’ উঠে,
বিপুলতায় বিচিত্রতায় সরস !

বুঝ্‌লে কবি, মানবতা বিনা
রসের সৃষ্টি চোখ ভুলান' আখর,
হৃদয়-রক্তের রং ফলে না যাতে,
সে সব ছবি তুলির ঝাপ্‌সা আঁচড়।

ডাক্তার

যক্ষ্মানিবাস বানিয়েছিলাম গিয়ে
ধন্বন্তরী হিমালয়ের কোলে,
জীবাণুরা পান না যেথায় রক্ষা,
রোগ যেথা দৃশ্য দেখে ভোলে!

ঔষধ-পাতির ধার্‌তেম না ক ধার
ফার্ম্মাকোপিয়াই যাচ্ছি ভুলে,
পকেট-কেসে মর্‌চে ধর্‌তে চায়,
দেখা হয় না একটাবারও খুলে।

মৃত্যু বড় দেখ্‌তে হয় নি বটে,
মনটা তবু বিলিষ্টারের মত,
আসে রোগী প্রায়ই ফেরে সেরে,
মুস্কিল-আসান পাষাণের প্রেম ও তো!

সহরেরই একচেটে এ রোগ,
নারীর প্রতিই এঁর বেশী দরদ,
বাইরের আলো দেখ্‌তে যাদের বারণ,
মর্‌লে যারা, ঘরে আসে নগদ।

লক্ষপতি বাবা ছিলেন যক্ষ,
ক্রোরপতি হবে না তার ছেলে ?
ব্যবসার বুদ্ধি ছেলেবেলা হ'তে,
সে উচ্চাশা বাড়িয়ে তুল্‌লেম পেলে।

আমার কিন্তু রোগীর দলই বেশী,
একদিন একটী রোগিণীরে ল'য়ে
এলেন একটি আধ-বয়সী বাবু,
তখন সন্ধ্যা যাচ্ছে সবে ব'য়ে।

বল্‌লেন বাবু—ইনি আমার স্ত্রী,
রেখে যাব আপনার এ আশ্রমে,
আমার বড়াই কর্‌লেন শতমুখে,
যোগ্য যার নই আমি কোন ক্রমে।

বদান্যতা নয় ত, এ যে ব্যবসা,
আরাম বেচি পেয়ে পণের-কড়ি,
'ব্রিফের' বাজার কেউ বলে না মাগ্‌গি !
চোরের মাল কি মোদের পাচন-বড়ি?

রোগিনীরে গছিয়ে আমার হাতে,
মাসের টাকা আগাম দিলেন 'গুণে',
বল্‌লেন—মাস মাস চুকিয়ে দেবো বিল,
ঘাড় নাড়্‌লেম কাজের কথা শুনে'।

দু'মাস যেতে থাম্‌ল রক্ত পড়া,
বিলের টাকাও থেমে গেল হঠাৎ,
টাকার বেলায় গা-ঢাকা দেন সাধু,
মোদের বদ্‌নাম—ছুরী-ধরা ডাকাত !

ভদ্রলোকের কলমে যা ওঠে,
লিখে ফেল্‌লাম, মেজাজ বেজায় গরম !
চোর-জোচ্চোরের যত জ্ঞাতি-ভাষা
কোটিং দিয়ে কর্‌লেম মিছে নরম !

রোগিনীরে দেখ্‌তে গিয়ে সেদিন
খোলা-চিঠি গেলাম ভুলে রাখি,
পরদিন দেখি, রোগীর বিছ্‌না-কাপড়
তাজা রক্তে সদ্য মাথামাখি !

চিঠিখানি চোখের জলে ভিজা,
কথা বল্‌লে প্রেতের মত ভাষায়,
শুন্‌লেম—'গরীব কেরাণী মোর স্বামী,
বড়মানুষী রোগে পেলে আমায় !'

সেই দিনই ফুরিয়ে গেল সব,
আমার ব্যবসাও সে দিন হ'তে শেষ,
আজ সাধি রোগীর ঘরে গিয়ে
আয় তাপী, জুড়াব তোর ক্লেশ।

ক্রোরপতি হই নি, উল্‌টে আরও
ডানের শূন্য ছাড়্‌ছে ক্রমে মোরে,
রোগী-ভগবানের সেবা দিয়ে
বুকের শূন্য উঠ্‌ছে কিন্তু ভরে'!

আমরা কি কম

আমরা কি কম ? আমরা একটি
  বহুদিনের মহাজাতি,
আমরাই প্রথম এনেছিলাম
  সারা বিশ্বে আলোক-ভাতি।

আমরাই প্রথম দ্বিপদ-পশুর
  খুলে ফেলি চোখের ঠুলি,
আমরাই প্রথম সত্য-মণি
  আঁধার-খনি হ'তে তুলি।

মোদের ওঙ্কার দিয়ে হুঙ্কার
  প্রথম দেখায় সাধন-পথ,
বাঁধলে প্রথম ভক্তি-সূত্রে
  মহামায়ার মুক্তি-রথ।

আমরাই প্রথম শিখিয়েছিলেম
  কর্ম্মের নামই ধর্ম্ম-ধন,
আমরাই দেখ্‌লাম জড়ে জীবন,
  জীবের মাঝে জনার্দ্দন !

বিজ্ঞান-রসায়নের চাবি
খুলে' দেখাই মায়াগার,
গ্রহ-তারার রঙ্গশালা
আমাদেরই আবিষ্কার !

আমরাই ধরে' নাড়ীর কম্প
পেয়েছিলাম ব্যাধির নিদান,
যোগাসনে বসে' আমরা
দিয়েছিলাম ভাষার প্রাণ।

আজও গিয়ে দূর বিদেশে
দেখাই দেহের মনের শক্তি,
মুগ্ধ জগৎ হঠাৎ জেগে
ঢেলে দেয় তার স্তুতি-ভক্তি :

ছিলাম বড়, হব বড়,
মাঝে যদিই থাকি পড়ে',
উঠ্‌ব যখন, সাথে সাথে
ভব্ দুনিয়া তুল্‌ব গড়ে'।

নবজীবন

পাষাণ, তোমার পানে চেয়ে চেয়ে
উঠ্‌ব আমরা নব জীবন পেয়ে।
ভাগ্য-স্রোতের ঘূর্ণি টানে ছুট্‌ব না আর ধ্বংস পানে,
বেছে লব আপন বলে আপন অধিকার,
আমরা যদি বাঁচি, তবে বাঁচ্‌বে এ সংসার!

ছড়িয়ে যাব ঘরে ঘরে ঘরে,
সব চিন্তায়, সকল অবসরে,
নারীর প্রেমে নরের তেজে, উঠ্‌ব প্রাণে প্রাণে বেজে,
গড়্‌ব আমরা নূতন সমাজ মানুষের ধাতু দিয়া,
আমরা যদি উঠি, তবে উঠ্‌ব বিশ্ব নিয়া!

তোমার মত নীচে শিকড় মেলে
উঠ্‌ব পাষাণ, বাধার স্তর ঠেলে।
টান্‌ব রস পাতাল থেকে, আন্‌ব আলো আকাশ ছেঁকে,
সারা বিশ্বে লুটিয়ে দেবো মোদের জয়-ফল,
আমরা যদি টিঁকি, তবে টিঁক্‌বে ভূমণ্ডল!

দেবতা গিয়ে করুন্ স্বর্গে বাস,
দানবের দল পাতাল করুক্ গ্রাস,
আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ হই না ছবি, স্বপ্নের ফানুষ,
স্খলন-পতন গলিয়ে ঢাল্‌বো দয়া-ক্ষমার ছাঁচে,
আমরা যদি বাঁচি, তবে জগৎ-সমাজ বাঁচে!

প্রতি পলে প্রতিশ্বাসে মিশি
বিশ্ব-মনে ফির্‌ব দিবানিশি,
গুণীর গুণে, জ্ঞানীর জ্ঞানে, সাধুর সেবায়, দানীর দানে,
আন্‌ব শক্তি, আন্‌ব ভক্তি—আবার একটা জোয়ার,
আমরা যদি পড়ি, তবে বিশ্ব চূরমার!

শোন পাষাণ, মনের কথা কই,
প্রাণের বোঝা আশার নেশায় বই!
হঠাৎ কখন ঘুর্‌বে চাকা, পাব আমরা নূতন পাখা,
ধর্‌ব আকাশ, ধূলায় পড়ে' লুঠ্‌তে নাহি চাই,
আমরা আছি পড়ে', তাই বিশ্ব হচ্ছে ছাই!

পাষাণ, কবে পূর্‌বে বল সাধ!
অভিশাপ কি হবে আশীর্ব্বাদ?
শিখিয়ে দাও সে নূতন মত, চিনিয়ে দাও সে সাধন-পথ,
আপন-পণে জীবন-রণে আনি সিদ্ধি জিনে,
পৃথিবীর যে রিদ্ধি নাই মোদের বৃদ্ধি বিনে!

বাঙ্গালার মা

হিমাদ্রি তোমার শিরে তুষারের শ্বেত ছত্র ধরে,
মেঘের ঝালর তায় ঢেউ খেলি দিক্ শোভা করে।
গর্জ্জে নিম্নে গর্ গর্ লক্ষ-ফণা অজগর—
বঙ্গসিন্ধু পদযুগ শিরে রাখি যতনে ধোয়ায়,
অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পগন্ধ, মিষ্ট বায়ু চামর ঢুলায়।

তব মুক্ত-বেণী সম শোভা পায় সুনীল অটবী,
কাঞ্চী সম কটি বেড়ি ধ্বনিতেছে নাচিয়া জাহ্নবী।
হিরণ-হরিতে গড়া সরিতে সরিতে ভরা,
আনন্দ-ভুবন তব আমোদিত কল কল গীতে,
স্বর্গ নামে তব দ্বারে তোমার ও ধূলায় লুটিতে।

চরে তব শ্যাম গোঠে বেণু-রবে ধবলী শ্যামলী,
কুঞ্জ দেয় ফুলপুঞ্জে পাদপদ্মে পরাণ অঞ্জলি।
রবি দেয় নিত্য প্রাতে কিরণ-কমল হাতে,
জ্যোৎস্না নামে মৃদুপদে ঝাঁপি ল'য়ে লক্ষ্মীর মতন,
রঞ্জিতে অলক্তরাগে তোমার ও রাতুল চরণ।

তোমার গহন মাঝে প্রতিদিন নূতন পরব,
মেলি সকরুণ আঁখি দেখিতেছ বোবার উৎসব।
ময়ূর পেখম ধরে, খঞ্জন নাচিয়া চরে,
করভের সনে খেলে শিশু সাজি করিনী রঙ্গিনী,
শার্দ্দুলে লেহন করে প্রেমভরে প্রিয়া ভ্রূভঙ্গিনী।

ব্রহ্মপুত্র দামোদর বৈতালিক ছুটি জল-সখা,
নাচে পদ্মা ঝঞ্ঝা সনে শিরে ল'য়ে অশনি-করকা।
'অজয়' 'ভৈরব' ঘুরি' বাজায় বিজয়-তুরী,
তব মেঘ-ধারাযন্ত্রে ঝর্ ঝর্ ঝরিছে অমিয়,
ক্ষুধিতে জোগায় অন্ন, পিপাসিতে শীতল পানীয়।

নিখিল-সাগর-অঙ্কে তুমি যেন কমলে কামিনী,
বসে' আছ পদ্মাসনে মহাধ্যানে দিবস যামিনী!
ঋদ্ধি সিদ্ধি দুই করী শান্তি-ঘট শূন্যে ধরি'
ঢালিতেছে তব শিরে দেবতার পাদোদক-সুধা,
নিজে রহি অনশনে হরিতেছ জগতের ক্ষুধা!

কিরণের ছড়া উষা দিয়ে যায় তব আঙ্গিনায়,
সন্ধ্যা ধূপ-দীপ জ্বালি করে আসি আরতি তোমায়,
মন্দিরে মন্দিরে শাঁখ 'মা' বলিয়া দেয় ডাক,
তুমি যেন অমরার পুঞ্জীভূত দুর্ব্বা আর ধান,
তোমারে আশীষি পুন নমেন আপনি ভগবান।

বাহবা বাঙ্গালী

অধোমুখে, কালী-ধূলো মাখা,
আঁধার ভালে পদচিহ্ন আঁকা,
খুঁজে একটা বিরাট রসাতল
পড়েছিল হতভাগার দল,
কোন্ মা দিলি ঝেড়ে গায়ের ধূলি,
কখন্ নিলি খুলে' চোখের ঠুলি ?
যেমনি পড়্‌ল ডাক—বাংলায় স্বেচ্ছা-সেবক চাই,
কার আগে কে আস্‌বে ছুটে, নড়ে উঠ্‌ল সারা দেশটাই !

সাবাস্ বাংলা, বাহবা তোর ছেলে,
মানুষ কর্‌লি বাঙ্গালারে পেলে,
মায়ের মতন লাগিয়ে কখন্ তাড়া,
বিশ্বরঙ্গে কর্‌লি তাদের খাড়া !
মা জননী, তোমার দুটী স্তনে
ডেকেছিল সুধার বাণ কি ক্ষণে ?
যেমনি পড়্‌ল ডাক— বাংলায় স্বেচ্ছা-সেবক চাই,
কার আগে কে আস্‌বে ছুটে নড়ে' উঠ্‌ল সারা দেশটাই !

সাবাস্ বাঙ্গালিনী !

ধন্য, ধন্য বাঙ্গালিনী, তোমায়,
প্রাণের ধনকে রণে দিচ্ছ বিদায় !
বলছ শুধু প্রিয়জনে,— রাখ্‌বে মান পরাণ-পণে,
দেশের মুখ ফিরো উজল করে' !—
বাঙ্গালিনী কর্ত্তব্যে আজ বেঁধেছে তার প্রাণ,
বাঙ্গালী আজ যাবে দিতে প্রাণ, বাঙ্গালী আজ আন্‌তে যাবে মান !

হাজার হোক্ নারীর ত প্রাণ—কাঁদে,
পাথর দিয়ে কাতর মন বাঁধে !
বলে,—দেশের আশীর্ব্বাদ, কোটী প্রাণের একটী সাধ—
জয়-গর্ব্ব নিয়ে এস ফিরে,
বল্‌তে বল্‌তে আঁখি ভাসে নীরে !
বাঙ্গালিনী কর্ত্তব্যে আজ বেঁধেছে তার প্রাণ,
বাঙ্গালী আজ যাবে দিতে প্রাণ, বাঙ্গালী আজ যাবে আন্‌তে মান !

নারীর বুক ত,—কত সয় ? যায় ফেটে !
বুক বেঁধে দিচ্ছে পাঁজর কেটে !
বলে,—ঘরে ফির্‌বে যখন, পারি যেন কর্‌তে বরণ,

দেখো দেখো, শত্রু নাহি হাসে !—
বল্‌তে যেন কল্‌জে উপ্‌ড়ে আসে !
বাঙ্গালিনী কর্ত্তব্যে আজ বেঁধেছে তার প্রাণ,
বাঙ্গালী আজ যাবে দিতে প্রাণ, বাঙ্গালী আজ আন্‌তে যাবে মান !

নারীর প্রাণ ত—এ যে বজ্রাঘাত !
মনের লড়াই রক্ত-মাংসের সাথ,
বলে,—ভগবানের নামে শপথ কর,—বলেই' থামে,
পলায়নের চেয়ে শ্রেয় মরণ !—
বল্‌তে বল্‌তে হারিয়ে যাচ্ছে বচন !
বাঙ্গালিনী কর্ত্তব্যে আজ বেঁধেছে তার প্রাণ,
বাঙ্গালী আজ যাবে দিতে প্রাণ, বাঙ্গালী আজ আন্‌তে যাবে মান।

কালাপল্টন

(বর্ত্তমান যুনানী মহাসমরে ভারতসেনা যে
বিক্রম দেখাইতেছে, তদবলম্বনে রচিত)

(১)

প্রলয়-ধূম কচ্ছে ধরা গ্রাস,
শান্তি-আকাশ ছাড়্ছে হাহা শ্বাস,
খাণ্ডা হাতে নাচ্ছে সর্ব্বনাশ !—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে।

(২)

দূরে দুষমন ঘুরায় মরণ-কল,
ভারত-সেনা নাহি জানে ছল,
ভাব্ছে—বীর কে ? এরা খুনীর দল !—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে।

(৩)

শত্রুর 'শেলে' পাষাণ দুর্গ ধ্বসে,
গর্ত্ত হ'য়ে মাটীর পাহাড় বসে,
আশে পাশে হাত পা মুণ্ডু খসে!—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে।

(৪)

ওপর থেকে আস্‌ছে চোরা-শর,
ভারতবাসীর শ্মশান খেলা-ঘর,
দুঃখ,—কেন ওদের প্রাণের ডর!—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে।

(৫)

বোঁ বোঁ করে' কালের চাকা ঘোরে,
এক এক চোটে হাজার জোয়ান ওড়ে,
খালি জায়গা তখনই যায় ভরে'!—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে।

(৬)

পূবের ফৌজ হাস্‌ছে মনে মনে,—
লড়াই হচ্ছে চোর-ডাকাতের সনে,
বীর যে হয়, দাঁড়ায় সমুখ-রণে !—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে।

(৭)

হাতের সঙ্গীন্ খুঁচিয়ে মার্‌ছে জান্,
কামান শুনে' ডাক্‌ছে তাদের প্রাণ,
মুক্ত-কৃপাণ রক্ত-লেলিহান !—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে।

(৮)

না না, ওদের থাক্‌লে বুকের পাটা !
কর্‌ত, কিম্বা হ'ত কচুকাটা,
কোথায় শত্রু ? এ যে মরা ঘাটা !—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে।

(৯)

ও কি ! ওদিক্ শত্রু দিল দহি' !
—বর্ষাধারী প্রাচীর অশ্বারোহী
ঘূর্ণিবায়ুর মত গেল বহি !—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
শত্রু মেরে হাস্‌তে হাস্‌তে মরে ।

(১০)

শত্রুদল হ'ল ছারখার,
পালায় তারা তুলে' হাহাকার,
তাড়িয়ে তাদের কোথায় কর্‌লে পার !—
বাহ্‌বা, বা ! কালাপল্টন লড়ে,
শত্রু মেরে হাস্‌তে হাসতে মরে ।

(১১)

বারুদমাখা রক্তরাঙ্গা পাগল,
অবশিষ্ট যমদূতের দল,
ফির্‌ল যখন, উঠ্‌ল কোলাহল !—
বাহবা, বা ! কালাপল্টন লড়ে,
শত্রু মেরে হাস্‌তে হাস্‌তে মরে ।

(১২)

ইতিহাসের একটি নূতন পাতে,
মরণ লিখ্‌ল, 'অমর' আপন হাতে,
জাতির মুখ উজ্জ্বল হ'ল তাতে !—
বাহবা, বা ! কালাপল্টন লড়ে,
শত্রু মেরে হাস্‌তে হাস্‌তে মরে

সাহসী হাবিলদার

অরাতি শোণিত মাখি'
জ্ঞানসিংহের গর্ব্বিত শির
জাগাল জগতে ডাকি।
একা অসি করে বূ্যহ ভেদ করে,
প্রাণের মায়া না রাখি,
শত জার্‌মান মুক্ত-কৃপাণ,
আসিল ঘুরায়ে আঁখি।
রাজপুত বীর কাটে অরি-শির
রক্তে রাঙ্গা সে খাকী,
'ভারতের জয়, ভারতের জয়!'
গরজিছে থাকি থাকি।

সাহসী হাবিল্‌দার!
উঠে লাফ দিয়া, হাঁটু গাড়ি পুন
ঘুরাইছে তরবার!
অঙ্গে দরধারা শোণিত-ফোয়ারা,
ভ্রূক্ষেপ নাহি তার!

অসি পড়ে খসি, বৈরীর অসি
কেড়ে করে মহামার।
পলে পলে এসে মৃত্যু ধরে কেশে
ছাড়ে পুন মেনে হার,
'ভারতের জয় ভারতের জয়!'
ছাড়িতেছে হুঙ্কার।

ভাবে অরি সবিস্ময়,
শক্তির দানব খাকী-পরা সব,
কালা ত সামান্য নয়!
ক্ষণতরে তারা যেন আত্মহারা,
দাঁড়াইল তন্ময়,
জ্ঞানসিং হাসে— এরা ইতিহাসে
বীর বলে' পূজা লয়!
শুধু ছল-কল এদের সম্বল!
নহে এরা কোথা রয়?—
অস্ত্রাঘাত বুকে— গর্জ্জে হাসিমুখে,
'জয়, ভারতের জয়!'

রণ-নীতি পরিহরি
ঘিরিয়া একারে সহস্রে প্রহারে
ভীম প্রহরণ ধরি,

রণস্থলময় রক্ত-গঙ্গা বয়,
যুঝে বীর শবে চড়ি,
অসি ভেঙ্গে পড়ে খালি হাতে লড়ে,
গেল শেষে ভূমে পড়ি।
প্রতি ক্ষত থেকে উঠে ঘন ডেকে
মর্ম্ম বিদার করি,
'ভারতের জয়, ভারতের জয়!'
রটিল ভুবন ভরি!

গুর্খার সঙ্গীন

সারি দিয়া, উচ্চ করি শির,
খর্ব্বাকৃতি শ্যামবরণ বীর,
গোল টুপী, খাঁকী-পোষাকপরা,
দাঁড়িয়ে গেছে যেন জ্যান্ত-মরা,
হাতের বন্দুক কর্‌ছে জ্বল্ জ্বল্,
খাপের ভেতর কুক্‌রি টল্ মল্,
'চালাও সঙ্গীন্' যেম্‌নি হুকুম,—সঙ্গীন্ সব তুলি'
উঠ্‌ল যেন ভস্ম থেকে আগুন, ছুট্‌ল যেন বারুদ হ'তে গুলি!

ভাব্‌ছে এদের—আফ্রিদীরা যত
দৈত্যের কাছে বালখিল্যের মত,
এরা সইবে মোদের রণ-রঙ্গ ?
সুরু থেকেই দেবে রণে ভঙ্গ!
এ কি ? এ যে এক এক যমদূত,
কি ক্ষিপ্রতা, কি বীর্য্য অদ্ভুত!
'চালাও সঙ্গীন্' যেম্‌নি হুকুম,—সঙ্গীন সব তুলি'
উঠ্‌ল যেন ভস্ম থেকে আগুন, ছুট্‌ল যেন বারুদ হ'তে গুলি!

সাবাস্ সাবাস্! কিবা সঙ্গীন্ চলে,
পদভরে গিরি ঘন টলে,
মুষলধারে হচ্ছে গুলিবৃষ্টি,
সঙ্গী-দল মর্‌ছে, নাহি দৃষ্টি!
তাদের শবের সিঁড়ী বেয়ে বেয়ে
পাহাড় ভেঙ্গে উঠ্‌ছে সোজা ধেয়ে,
'চালাও সঙ্গীন্' যেম্‌নি হুকুম,—সঙ্গীন্ সব তুলি'
উঠ্‌ল যেন ভস্ম থেকে আগুন, ছুট্‌ল যেন বারুদ হ'তে গুলি!

চলে সঙ্গীন্ আগে ডানে বাঁয়ে,
তিন চার বিঁধে এক এক ঘায়ে,
রক্ত-উৎস ক্ষত-মুখে উঠে,
সারাপথে রক্ত-গঙ্গা ছুটে,
নিজের লহু পিয়ে নিজে মাতাল,
ধায় শুনে' রণবাদ্যের তাল,
'চালাও সঙ্গীন্' যেম্‌নি হুকুম,—সঙ্গীন্ সব তুলি'
উঠ্‌ল যেন ভস্ম থেকে আগুন, ছুট্‌ল যেন বারুদ হ'তে গুলি!

সাম্‌নের রাস্তা কর্‌তে কর্‌তে সাফ
পাহাড়ে' পথ উঠ্‌ছে দিয়ে লাফ,
কাস্তের আগে ধানগাছের মত,
কুক্‌রির মুখে পড়্‌ছে শত্রু কত,

সাবাস্ নেপাল! বাহ্‌বা তোর ছেলে!
পালায় শত্রু হাতিয়ার সব ফেলে!
'চালাও সঙ্গীন্' যেম্‌নি হুকুম,—সঙ্গীন্ সব তুলি'
উঠ্‌ল যেন ভস্ম থেকে আগুন, ছুট্‌ল যেন বারুদ হ'তে গুলি!

চারিদিকে চিরনিদ্রাঘোরে
শত্রু-মিত্র জড়াজড়ি করে'.
কালো পাষাণ আজ যে লালে লাল,
রণবাদ্যে ঘোষে প্রলয়-তাল,
শত্রু-দুর্গ করে' অধিকার,
ছাড়্‌ল গুর্‌খা বিজয় হুহুঙ্কার!
থাপে থাপে সঙ্গীন্‌গুলি পড়্‌লো একত্তর,
থেমে গেল যেন একটা ঝড়, শান্ত হল যেন একটা সাগর!

আফ্রিদির শৈল-দুর্গ চূড়ে
বৃটনের জয়-পতাকা উড়ে,
ধন্য গুর্‌খা! বুকের রক্তে লিখে
রট্‌ল যশ আজ্‌কে দিকে দিকে,
মিতভাষা স্মিত বদন যত,
বিনয়ভরে হচ্ছে অবনত।
বাজ্‌ছে তুরী গভীর রবে পাষাণ বিদার করে',
সাবাস্ গুর্‌খা! মুখে মুখে ফেরে, গুর্‌খার জয় শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘোরে!

ভাইফোঁটার গান

ও নেপালী, বাঙ্গালী তোর ভাই,
তোদের না হয় হিমালয়ে বাস,
আমরা না হয় সমতলে পড়ে'
দারুণ গ্রীষ্মে করি হাঁস-ফাঁস।
তোরা না হয় আব্‌হাওয়ার গুণে
বীরের জাতি বলে' পা'স্‌ মান,
আমরা না হয় জল-বায়ুর দোষে
কলম পিষে হচ্ছি হয়রাণ!
আমাদের এই সমতলে মিশ্‌ল তোদের গিরিমালা,
আমরাও যেমন কালো রে ভাই, তোরাও তেম্‌নি কালা।

তোরা না হয় বনমৃগের মত
মনের সুখে বেড়াস্‌ লাফে লাফে,
চলে কিনা চলে মোদের চরণ,
বুক ফুলিয়ে চল্‌তে হৃদয় কাঁপে :
তোরা না হয় সোজা কথার মানুষ,
বেশী কি? এ সবলেরই ধরণ!

আমরা না হয় খেলি লুকোচুরি
'চাচা, আপন বাঁচা' মোদের বচন !
আমাদের এই সমতলে মিশ্‌ল তোদের গিরিমালা,
আমরাও যেমন কালো রে ভাই, তোরাও তেমনি কালা !

তোদের ভরা-গালে স্বাস্থ্যের লাল,
মোদের গণ্ড না হয় পাণ্ডু, ভাঙ্গা,
মোদের না হয় কুব্জ দেহভার,
তোরা না হয় মেয়ে পুরুষ চাঙ্গা !
নেপালিনী না হয় কাজের সাথী,
বাঙ্গালিনী না হয় সাজের পুতুল,
নেপালিনী হ'লই বা গাছ-গোলাপ,
বাঙ্গালিনী না হয় ন্যাক্‌ড়ার ফুল !
আমাদের এই সমতলে মিশ্‌ল তোদের গিরিমালা,
আমরাও যেমন কালো রে ভাই, তোরাও তেমনি কালা !

তোদের না হয়, নিজস্ব বেশ আছে,
আমরা না হয় পরিই ময়ূর-পাখা,
তোদের আঁধার না হয় আলো-খচা,
মোদের আলো না হয় কালীমাখা !
ভাইফোঁটা আজ হিমালয়ের কোলে,
ও নেপালী, বাঙ্গালীরে ডাক্,

স্নেহের ডাকে পড়ুক্ বিশ্বে সাড়া,
ভাই, তুই আজ ভাইকে বুকে রাখ্!
আমাদের এই সমতলে মিশ্‌ল তোদের গিরিমালা,
আমরাও যেমন কালো রে ভাই, তোরাও তেমনি কালা!

জাগ্রত পাষাণ

বল দেখি, হে পাষাণ, ধরা-গর্ভ করি বিদারণ,
কবে বিকাশিলে তুমি মহাকায় রূপটী আপন ?
তদবধি একমনে যোগাসনে আছ কি নিশ্চল,
উঠেছে বল্মীকসম লোমকূপে তরুগুল্ম দল ?
সহিছে তুষার পাত অবিরত তোমার মস্তক,
তৈল বিনা রুক্ষ জটা পক্ক আজ, তপশুষ্ক ত্বক !
অঙ্কিত সহস্র বলী, ললাটে খোদিত চিন্তারেখা,
তবু ধ্যান ভাঙ্গে নাই সমাধিতে সমাহিত একা !
কে তুমি গো শৈল-আত্মা ? ওগো মৌনী তাপস পাষাণ,
তুমি কি ভারত-স্তম্ভ ? না না, তুমি জগৎ-নিদান !

মূঢ় তোমা ভাবে জড়, বলে তুমি পুঞ্জীভূত শিলা,
জড় হতে এল জীব, প্রকৃতির বিবর্ত্তন-লীলা !
পুন আত্ম বলি দিয়ে দেয় জীব জড়ের জীবন,
এইরূপে ঋণশোধ, প্রকৃতির হরণ-পূরণ !
কিছু নয় ব্যর্থ বিশ্বে, শ্মশানের অণু-পরমাণু,
নবসৃষ্টি তারে গড়ে পলে পলে কীটাণু জীবাণু।

কেবল আত্মাই নয় এ জগতে অমর অক্ষয়,
পঞ্চভূত রেণু তার নাহি দেয় হইতে বিলয় !
হতেছে ঢালাই নিত্য প্রকৃতির গড়া-ভাঙ্গা ঘরে,
একই ধাতু নানা ছাঁচে, নামান্তর শুধু রূপান্তরে !

পলে পলে জড়' করি' কত জড়-জীবের কঙ্কাল
গড়ে' কি তুলিল তোমা তিলে তিলে বিশ্বকর্ম্মা কাল ?
কত নরমুণ্ডমালা কত নারী-হৃদপিণ্ড দিয়া
কত সুখ কত দুঃখ মিলি তোমা তুলিল গড়িয়া !
তাই হিম শিলা মাঝে তক্ তক্ সদ্য রক্তময়
হইতেছে আলোড়িত প্রেমতপ্ত কোমল হৃদয় !
প্রত্যেক প্রস্তর তব পলে পলে ক'য়ে উঠে কথা,
পরতে পরতে তব জীবনের আনন্দ-বারতা !
প্রলয়ে প্রকৃতি রাখে কারণের বীজ ও গুহায়,
তোমার জীবনীকোষে সৃজনের ধারা ব'য়ে যায় !

তুমি যদি জড়, গিরি, তবে তুমি সে জড়ভরত,
ষট্‌চক্র ভূমে পড়ি', ধায় শূন্যে তব যাত্রারথ।
বাহিরে মৃতের ঠাট, অন্তরে প্রাণের কোলাহল,
আসে গ্লানি-অভিশাপ. ফিরে যায় হইয়া মঙ্গল !
বাঁধিল কালের উই তোমা পরে জঞ্জালের ঢিপি,
সে জঞ্জাল সোণা আজ—ভারতের কীর্ত্তিস্মৃতিলিপি !

প্রত্যেক পাষাণে তব জড়াইয়া প্রাণের রসান
দানবে মানব করে, মানবেরে ঋষিত্ব প্রদান!
কে তুমি হে শৈল-আত্মা, হয়ে আছ পাষাণের স্তূপ?
আত্মারে বলিছ ডাকি,'— থাম' থাম', চুপ্‌ চুপ্‌ চুপ্‌!

খোদার মিনার

পাহাড়, তুমি খোদার গড়া মিনার,
তোমার গম্বুজ বইছে মাথায় আশমানের এক কিনার!
যায় কুয়াশার আড়াল থেকে রবি-শশী প্রহর হেঁকে,
হুকুম পেলে বেরিয়ে এসে করে কভু সেলাম,
আলোর চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খোলে তোমার হেরাম!

বরফ-পানি তোমার মাথায় ধারা দিয়ে গোসল করায়,
হাজার নির্ঝর হামাম তোমার রাখ্‌ছে গুল্‌জার,
বাজায় কভু জলতরঙ্গ, কভু সুরবাহার!

তোমার জুম্মা-ঘরে গিয়ে ঊষা আসে নেমাজ দিয়ে;
ঝিল্লি-মোল্লা সাঁঝের কোরাণ পাইন্‌-মস্‌জিদে পড়ে,
রং-মহলে মেঘের বহর হুরীর স্বপন গড়ে!

দোয়েল শ্যামা সরস ভাষায় তোমার দর্‌গায় সিন্নি চড়ায়,
পালা করে' চেরাগ জ্বালে নিশা দিবা এসে,
মাথা পেতে দোয়া নেয় মশ্‌গুল হ'য়ে শেষে!

ডায়মণ্ডকাটা তাজটী মাথায়, শৈবাল-মখমল জোব্বা গা'য়
তাতে রেশমী পশমীফুল প্যান্জী মিগ্নোনেটের,
বাষ্প-নক্সা খাটায় তোমার মশারীটী নেটের!

চাঁদ্‌নী এসে ফোয়ারা খোলে, হাওয়া কুঞ্জ-দোলায় দোলে,
তারা-জরীর নীল চাঁদোয়া-আশ্‌মান টাঙ্গায় রাতে,
দুনিয়া ঘাসের নরম গাল্‌চে বিছায় আঙ্গিনাতে।

পাষাণ-পীর

পাহাড় ত নও, তুমি আমার পীর,
তুমি আমার সব মুস্কিলের আসান,
'হত্যা' দিয়ে দরজায় এ ফকির,
মুষ্টি ভিখ্—তাও আশ্মান সমান!

বাদ্‌শা, তোমার তক্তের এম্‌নি ধার,
বুড়া এসে জোয়ান বনে' যায়,
হাট বাট হাসিতে গুল্‌জার,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ফুর্ত্তির ঢেউ গড়ায়!

ও ঠাণ্ডাইতে কোন্ আশ্‌নাইর আগ্
শিরায় শিরায় গরম লহু ছোটে,
গরু-ঘোড়ার চোখে খুসি ফোটে,
খেল্‌ছে দিল্ সারা বেলাই ফাগ্!

জড়িয়ে জড়িয়ে তাই ত থাক্‌তে চাই,
গড়িয়ে গড়িয়ে কেন নেমে যাই!

দুনিয়ার রোশ্‌নাই

ও সফেদ্‌ , তোর সাফাই পানে চেয়ে
ঠাউরেছি এই দুনিয়া পয়দা যাঁর,
তাঁরই সাফাইর একটু ছিটা পেয়ে
তোর সফেদ্‌ রোশ্‌নাই দুনিয়ার !

ও বাদ্‌শা, তোর দরিয়ানুর আজ,
আশ্‌মানের গায় খুল্‌লে যে আড়ং,
বাদ্‌শার বাদ্‌শার তাজের একটু রেওয়াজ
দিলে তাতে ও আশ্‌মানী ঢং !

তাই ত তোমার আদত্‌—পরকে তোলা,
আমার আয়েব্‌ আপন মাঝে বাস,
তাই ত আমার দিলের গলে ফাঁস,
তোমার কাছে ভরদুনিয়া খোলা ।

তাই ত নীচে নাম্‌তে আমার আসান্‌—
তোমার আয়েস উঁচায় উঠা, পাষাণ !

হিমালয়ে প্রভাত

মরি কি রূপ হয়েছে আজ কনকচাঁপা ঊষার,
পাহাড়ের থাক্ বেয়ে বেয়ে ছেয়ে গেছে তুষার।
কাঞ্চন শৃঙ্গ সোণা মোড়া, সপ্ত আকাশ যেন জোড়া,
তিন ভুবনের শোভা জমে, ওই খানে কি হচ্ছে লুঠ?
বিশ্বের মাথার মণি কি ও? না ও বিশ্বনাথের মুকুট!

যত শুভ্র চিন্তারাশি জমাট হ'য়ে বাঁধ্ল স্তূপ,
যত ভালো যত কালো ধর্ল কি ও আলোর রূপ?
ধুয়ে যাচ্ছে মনের কাদা, শাদায় নেয়ে জীবন শাদা,
চরণ-তলে পড়ে' ঊর্দ্ধে চেয়ে দেখ্ছি বিরাট-মূর্ত্তি,
ধীরে ধীরে ধ্যানের তীরে নিখিল-জগত পাচ্ছে স্ফূর্ত্তি!

কোন্ পাহাড়ের গুহার আড়ে লুকিয়ে আছে শিশু-রবি,
রবি কে চায়? দেখ্ছি আমি ছবির মত একটি ছবি!
ছবি উঠ্ছে সজীব হ'য়ে, কোথায় যাচ্ছে আমায় ল'য়ে?
বল্ছে,—কবি, দেখছিস্ ও যে মহাশিল্পীর চিত্রপট,
ওঙ্কারের ও সূতিকাগার, ঝঙ্কারের ও পুণ্য-মঠ!

মানুষ ছিল দ্বিপদ-পশু, দেবতা ছিলেন ঘটে পটে,
এখানেই ত রূপের সাথে অরূপ মিশ্‌ল অকপটে !
লোমশ-খোলস্ গেল খুলে, দাঁড়াল' নর মাথা তুলে',
অজ্ঞান তার স্কন্ধ ছেড়ে আঁধার রাজ্যে কর্‌ল প্রয়াণ,
এই পাহাড়ে মানব পেল মানবতার চক্ষু দান !

হিমালয়ের হোলী

খুসীর আবির মেখে মেখে সারাটা দিন হ'ল সাজা,
সাঁঝের বেলা দেখ্‌লাম তোমায় যেন মেটে-হোলির রাজা!
মাথায় ভাঙ্গা রাঙ্গা-টোপর, খস্‌ছে কুহেলিকার কাপড়,
পায়ে মাটী, গায়ে ছাই, মনটাই শুধু কাঁচা তাজা,
মুখে গড়ায় বরফ-লালা। নিখুঁত মেটে হোলির রাজা!

দেখায় তোমায় আঙ্গুল দিয়ে 'পাইন'-পাড়ার পড়্‌শীদল,
ছোট বড় সবাই তারা তোমায় পেয়েছে কি পাগল?
তোমার আশে পাশে ঘুরি' মেঘরা খেলছে লুকোচুরি,
ওরা পাড়ার দুষ্টু ছেলে মেটে হোলীর দলবল,
ডুয়ো দিয়ে পালিয়ে যায় ছিটিয়ে তোমার গায়ে জল।

ঝরণারা সব নেচে নেচে দিচ্ছে হেসে করতালি,
ঝর্ ঝর্ ঝর্ সর্ সর্ সর্ গালের তহ্‌বিল হচ্ছে খালি।
জল-ভরা মেঘ ঝাঁঝরি নিয়ে চারা গাছের যোগান দিয়ে
বাগে বাগে ছুটছে যেন প্রেমের বেগার দেওয়া মালী
ভোম্‌রা সেজে কর্‌ছে ওরাই তোমার সাথে চাতুরালী!

বোবা-রাজ্যের মূক পাখী সব ধর্‌লে হঠাৎ হোলির বোল,
ধ্যানের আসন ভেঙ্গে পবন বাধিয়ে দিলে হট্টগোল।
আজ পাহাড়ে' পশমী-ফুল সমতলের বাসে আকুল,
গুহায় গুহায় শৃঙ্গে শৃঙ্গে বাজে মৃদঙ্গ্ গাজে খোল,
ঝিল্লী-ঝাঁজ তুল্‌ছে আজ তালে তালে মিঠে বোল!

অনুরাগের ফাগ খেলে' শেষ রবি গেল কোথায় ভাগি'
তারার ঝাক কি উঠে এল সারারাতের বাসর লাগি?
এদিক খালি-আসর পেয়ে চাঁদটী এল রংয়ে নেয়ে,
কর্‌বে সে ভোর কোজাগর হোরি-খেলায় নিশি জাগি!
লালের সাগর নিয়ে এল সারা রাতের বাসর লাগি।

চরণ হতে নূপুর খুলে গ্রহ উপগ্রহের সারি,
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে খেল্‌ছে খুসীর পিচ্‌কারী!
আড়াল থেকে উঠ্‌ছে হাসি, পদধ্বনি আস্‌ছে ভাসি',
গাছ পাথর জীবের ভাষা নিচ্ছে বুক হ'তে কাড়ি,
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে খেল্‌ছে খুসীর পিচ্‌কারী।

আকাশ, বাতাস, মেঘ, ঝরণা, দোলের বাজনা বাজা,
তারায় তারায় ঝুলনা বাঁধ্, আভ্ দিয়ে আজ কুঞ্জ সাজা!
পাষাণ গলে' জল হ'য়ে লালে লাল যাচ্ছে ব'য়ে,
কোথায় শীত? মধুমাস, এ হিমের পুরী কর্‌ছে তাজা!
সারা ভুবন ফাগের রাজ্য, পাষাণ মেটে-হোলির রাজা!

হিমালয়ে বৃন্দাবন

এস কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে সাজি প্রিয়ে ব্রজবাসী,
ও নয় শৈলমালা, ও যে চিকণকালা বাজায় বাঁশী !
শিষ দেয় প্রাণ শ্যামার মতন নাচে আবার হ'য়ে খঞ্জন,
ঘর-গেরস্তি ভাসিয়ে দিয়ে এস আঁখির নীরে ভাসি,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে চিকণকালা বাজায় শোন মোহন-বাঁশী !

ত্থাখ দাঁড়িয়ে নধর শ্যাম কিবা ঠাম ত্রিভঙ্গবাঁকা,
রঙ্গিন বরফ নয় ত, ও যে শোভে শিরে শিখীপাখা ।
কটিতটে রৌদ্র-গড়া কিবা চারু পীতধড়া,
ফুলের সারি চক্রাকারে বনমালার মত রাজে,
নির্ঝর ত নয়, কালার পায়ে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে ।

মেঘ নয়—ও চরে' বেড়ায় সেই ধবলী শ্যামলী পাল,
চাঁদ ত নয়—মধুর তিলক শোভা করে বঁধুর ভাল !
বাষ্প নয়—ও ধেনুর ক্ষুরে সোণা গোঠের রেণু উড়ে,
ওই শোন ওই বেণু বাজে প্রেম পাঠাচ্ছে নিমন্ত্রণ,
কে বলে এ হিমালয় ?—এ যে সাধের বৃন্দাবন ।

বরফ গলে' নামছে ?—না, না, কালিন্দী বয় হয়ে শাদা
মান করেছে মানময়ী কালরূপ হেরবে না রাধা !

তোমরা বল্‌ছো জ্যোৎস্না-ঢেউ, জানো না ঠিক কথা কেউ,
কালো হ'ল আলো—ছুঁয়ে কাঁচা-সোণা রাধার চরণ,
সাধে গৈরিক পরে' সাজ্‌ল প্রেমের যোগী কালোবরণ!

তুমি বল্‌ছ 'পাইনের' সারি আমি দেখ্‌ছি তাল-তমাল,
তুমি বল্‌ছ দারুণ শীত, আমার এ বসন্ত কাল!
জলপ্রপাত, শিলা, কানন— শ্যামকুণ্ড, নিধুবন,
তুমি বল্‌ছ ঝিল্লী ডাকে, আমি শুন্‌ছি কুহরণ,
কে বলে এ হিমালয়?—এ যে সাধের বৃন্দাবন!

মুষলধারে জল?—ভয় কি? ধর্‌বে বাঁকা গোবর্দ্ধন,
পাহাড় ধ্বস্‌বে? কে না জানে শ্যামের প্রেম বিঘ্নহরণ?
করুক্ আকাশ শিলাবৃষ্টি কেটে যাবে সকল রিষ্টি,
কাল প্রভাতে হবে সুদিন পরীর মুখে হাসি যেমন,
কে বলে এ হিমালয়?—এ যে সাধের বৃন্দাবন।

মান-অভিমান ভুলে প্রিয়ে, এস আমরা শ্যামে ভজি,
মথুরার ভয় কার প্রাণে নাই, চল ব্রজের প্রেমে মজি।
জানি বটে পাষাণ কালা, থাক্‌তে বৃন্দাবনের পালা,
এস কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে পরি' কালো রূপের ফাঁসী,
কেঁদে কেঁদে ডাক্‌ছে শোন, শৃঙ্গে শৃঙ্গে পাগল বাঁশী।

হিমালয়ে মধুরাত্রি

জ্বলে' উঠ্‌ল হঠাৎ শিলার মালা,
হিম বুকে পাঁজার আগুন জ্বালা !
শত শত চাঁদের কোণা ফলায় কাঁচা তরল সোণা,
তারার ফিন্‌কি পলে পলে জ্বলে নভোময়,
হিমালয়ে মধুরাত্রি শোভারাত্রি উদয় !

আগুন ধরে' উঠ্‌ল পাইনের ঝাঁকে,
ছড়িয়ে গেল মেঘের থাকে থাকে,
পাহাড়ে' পোষ-পাখীর দল ঘুরছে আঁখি ছল ছল,
বোবাধনদের বুক ফেটে মানব ভাষা বেরয়,
হিমালয়ে মধুরাত্রি শোভারাত্রি উদয় !

বান ডেকেছে চাঁদের মায়া দেশে,
সোণার ছবি আস্‌ছে ভেসে ভেসে,
গা ঢেলেছে জ্যোৎস্নার সাথে রঙ্গিন বরফ হাজার খাতে,
দাঁড়িয়ে কালের কষ্টিপাথর সে সোণা-ঢেউ নয়,
হিমালয়ে মধুরাত্রি শোভারাত্রি উদয় !

অকালে আজ অতিথ্ ঋতুরাজ,
বাঘের গাল হরিণ চাটে আজ,
শ্বেত ভালুকে কালো ভোম্‌রায়   মধু লুটে' আপোসে খায়,
শিখীর গলা জড়িয়ে ফণী প্রেমের কথা কয়,
হিমালয়ে মধুরাত্রি শোভারাত্রি উদয়!

ওকি! কখন্ তুষারের ওই স্তূপে
আগুণ ধরে' উঠ্‌ল চুপে চুপে?
সে রূপে যে খুনী গলে   মুনীর মন যে ওতে টলে,
সারা জগত প্রেমের স্বপন, জীবন জ্যোৎস্নাময়,
হিমালয়ে মধুরাত্রি শোভারাত্রি উদয়!

'উদয়াস্ত, না দুটী কবিতা ?'

(দ্বিতীয়বারের সিঞ্চল-স্মৃতি)

আহা মরি পূবের দিকে রূপের কি এক ভাতি,
বিদায় নিতে গিয়ে যেন থমকে দাঁড়ায় রাতি!
আকাশ, না এ মায়ার আবাস, লালের একটা স্বপন !
আবেগে কি করবে সৃষ্টি সোণার একটি তপন ?
রোজই রবি মরে বুঝি গড়িয়ে পাষাণ তটে,
আবার নূতন জনম লভে শোভার আকাশ-পটে !

রক্ত পীত ধূম্র পাটল রঙ্গের কারু-লীলা,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে রেখায় রেখায় ফুটছে চারু-শিলা !
কে আসে ওই, কে আসে ? থাম্ বুকের ধুক্ ধুক
খুলিয়ে দিস্ নে চোখের দৃষ্টি, ওরে চোখের সুখ !
এস এস, তুমি এস, আলোর দেশবাসী,
তোমার তরে জনম জনম আছি উপবাসী !

সারা বিশ্বের হৃদ্পিণ্ড কি আঁধারের বুক চিরে
জগৎ মাঝে উদয় হচ্ছে কিরণ-কিরীট শিরে ?
সমতলের সাগর হ'তে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ওঠে,
বিশ্বকোষের জীবাম্বুদল কমল-সম ফোটে !
ওই এল, ওই উঠে এল বিশ্বনাথের রথে
তরুণ অরুণ-সারথী আজ নিখিল-রাজপথে !

গৌরীশঙ্কর দেখা দিচ্ছে,—ও কি ধরার ত্রিদিব ?
শৃঙ্গ ত নয়, শিলার মঠে তুষার গড়্‌লে শিব !
কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে যেন শোণিততপ্ত স্নায়ু,
লাফে লাফে বাড়্‌ছে সাথে প্রাণের পরমায়ু !
ধন্য আমি, আছি বেঁচে এমন সুপ্রভাতে,
ধন্য আমি, মরি যদি এই আলোকের সাথে !

(২)

কোথায় ? ওগো, কোথায় যাও ভেঙ্গে জমাট হাট ?
এরই মধ্যে তুল্‌ছ কেন আলোর দোকান-পাট !
কোন্ প্রাতে কে গড়িয়ে দিল তোমায় জ্যোতির গোলক,
কোথা হ'তে কোথায় যাচ্ছ, কালের ক্রীড়নক ?
তুমি বুঝি পথশ্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত এক পথিক
ছায়াপথে মায়ারথে খুঁজে মর্‌ছ দিক্ ?
কার ইঙ্গিতে বিদায়-সঙ্গীত উঠ্‌ছে ঝিল্লী-বীণায়,
বনানীর নীলপ্রান্তে সে গান ঘুমের মত শুনায় !
হিমানীর বুকচেরা মাণিক—অপ্রস্তুত ওই চাঁদ
বুন্‌ছে কুহকপুরী হ'তে সবে স্বপন-ফাঁদ !
ভাঙ্গা তোমার রথের চাকা, রাঙ্গা তুমি লাজে,
স্তব্ধতা আজ গান বেঁধেছে তোমার বিদায়-সাঝে !
মুখে ও কি যাদুমন্ত্র, না ও বিদায়-আশীষ ?
যাচ্ছে সুধায় প্রাণের ক্ষুধা, হর্‌ছে বিশ্ব-বিষ !

শৃঙ্গে শৃঙ্গে আলো গড়ছে লাল পাথরের মঠ,
তুলির আঁচড় পড়ে না আর, আর্দ্র চিত্রপট !
কবির শুধু আস্‌ছে মনে, এমন মোহন সাঁঝে
শয়ন পাতা যায় না কি ওই চির তুষার মাঝে ?
দিবার শবটী বুকে করে' জ্বল্‌ল তোমার চিতা,
ভাব্‌ছি এ কি উদয়াস্ত, না দুটী কবিতা ?

বিদায়ের অশ্রু

বিদায়ের গান লও পাষাণ, পায়,
চরণ-রেণু-গৈরিক মাটী মাখি সাবা গায়।

আজ যে হিয়া উদাসিনী তোমাব প্রেমে বিবাসিনা,
বিদায় নিতে গিয়ে তার কল্‌জে ফেটে যায়,
প্রেমের ঠাকুর, 'আসি' বল্‌তে পরাণ নাহি চায়!

তোমায় আমায় এ দিন করে অনেক কথা গেছে হ'যে,
সে সব এঁকে যাচ্ছি ল'য়ে মানস-শতদলে,
পাথর-পূজা ছড়িয়ে দেবো মোদেব সমতলে।

থাকে যদি ভাগ্যে লেখা, আবার দোঁহার হবে দেখা।
তোমায় ছাড়্‌লে মরি আমি. তোমায় পেলে বাঁচি,
তোমার তপে গাঁথা আমার জপের মালাগাছি!

তোমার কাছে আস্‌বার কালে নাচ্‌ল পরাণ মোহন তালে,
যাচ্ছে সে তাল ধোঁয়া হ'য়ে তোমার বাষ্পে মিশে,
তুমি আমার জীবনকাঠি তুল্‌ব তাহা কিসে?

ওই শোন, ওই বাজে হোরা, বিদায় দাও গো মনোচোরা,
তোমার কণ্ঠ হ'তে খসে' গা ঢেলেছি নীচে,
তোমার ভুবন—রূপের হাট ফেলে যাচ্ছি পিছে!

চোখে ঝাপসা, কাণে তালা, সারা গায়ে গরল-জ্বালা,
যত নাম্‌ছি, সাথে সাথে খাদে হৃদয় নামে,
দেয় কি না দেয় সাড়া নাড়ী, হৃদ্‌পিণ্ড কি থামে ?

দাও গো তোমার দাওয়াই দাও, সেই মিঠে ঠাণ্ডি পিয়াও,
তুমি আমার জীবনদাতা, প্রভু, সখা, পালক,
আমি রোগী, তুমি আমার দয়াল চিকিৎসক !

তোমার বেড়ী এম্‌নি, পাষাণ, ছাড়্‌তে প্রাণে লাগ্‌ছে টান,
যাই, আবার ফিরে চাই, আঁখির জলে ভাসি,
বড় ভালবাসি তোমায়, বড়ই ভালবাসি !

তোমার কোলে পিঠে চড়ে' মানুষ হ'য়ে উঠ্‌লাম গড়ে',
কি না তুমি আমার ? তুমি প্রভু, সখা, পালক
আমি রোগী, তুমি আমার দয়াল চিকিৎসক !